গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে রোগে আক্রান্ত গরু জব্দ; জরিমানা আদায়

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে এনথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত জবাই কৃত গরু জব্দ করা হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ৯ টার সময় উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের ভেটেনারি সার্জন ডাঃমোঃ আরিফুল ইসলাম ধলা পুলিশ ক্যাম্পের এ এস আই অমল চন্দ্র সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে জবাই কৃত গরু জব্দ করেন।

জবাইকৃত গরু হলো গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের মৃত জসীমউদ্দিনের ছেলে হাসেম আলীর। স্থানীয়রা জানান, আজ ভোর ৫ টার সময় গরু জবাই করেন। এবং জব্দ করার আগেই ২৫ কেজি মত মাংস বিক্রি হয়েছে বলে জানান। তবে বিক্রয় কৃত মাংস ফিরিয়ে নিয়ে তাদের টাকা ফেরৎ দেওয়ার নির্দেশ দেন ডাঃ আরিফুল ইসলাম।

এ বিষয়ে ভেটেনারি সার্জন ডাঃ আরিফুল ইসলাম জানান আমরা অভিযোগ পাই গাড়াবাড়ীয়া গ্রামে অসুস্থ গরু জবাই হচ্ছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে আসি এসে গরুর মাংস ভুড়ি জব্দ করি এবং বাকি মাংস গুলো কেরোসিন দিয়ে খোলা যায়গায় ৬ ফুট মাটির পুতে রাখার ব্যাবস্থা করা হয়েছে। বিক্রির মাংস ফেরৎ নিয়ে টাকা ফেরৎ দেওয়ার ব্যাবস্থা করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে ২ নং ওয়ার্ডের গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের মেম্বর জিনারুল ইসলাম জানান এনথ্রাক্স আক্রান্ত গরু জবাই করেছে বলে ধারনা করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে যারা মাংস কিনেছে তারা যেন না খাই সেই ব্যাবস্থা চলমান রেখেছি।

ধলা ক্যাম্পের ইনচার্জ অমল চন্দ্র জানান যারা যারা এই কাজের সাথে জড়িত তাদের সকলকে আইনের আওতায় আনা হবে ইউ এন ও স্যারের কাছে হাজির করার ও নির্দেশ আছে।

জানাগেছে এই কর্মকান্ডে জড়িত মস্তক আলী ১০০০ ও গরুর মালিক হাসেম আলীর ১০০০ টাকা জরিমানা করেছেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রিতম সাহা।

মেহেরপুরে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যাক্তিদের সহয়তা প্রদান

মেহেরপুর জেলায় কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ১২ জন কুষ্ঠ রোগীকে ছাগল,সেলাইমেশিন বিতরণ ও ২ কুষ্ঠরোগীকে ২০ হাজার টাকা করে ৪০ হাজার টাকা চেক প্রদান করা হয়েছে।

শনিবার সকালে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলার জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অঅলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন ডিরেক্টর এমবিডিসি ডিজিএইচএস অধ্যাপক ডাঃ সাকিল আহম্মদ।
বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ জওয়াহেরুল আলম সিদ্দিকী, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন প্রমুখ।

মেহেরপুরে গত কয়েক বছরে প্রায় ৫০০ নতুন কুষ্ঠরোগী সনাক্ত হয়। সরকারী তথ্যমতে বর্তমানে মেহেরপুর জেলা কুষ্ঠরোগের রেড জোন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। যে সমস্ত জেলায় প্রতি এক লাখ মানুষের মধ্যে বছরে ৫ এর অধিক নতুন রোগী চিহ্নিত হয়, সেই সমস্ত জেলাকে রেড জোন হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয় ।

মেহেরপুরসহ বাংলাদেশের মোট ১২ টি জেলা রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলায় কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণে সালোম ও দি এসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের সহযোগিতায় কুষ্ঠরোগ নিমর্◌ূৃলে কাজ করে যাচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য

বিভাগের সকল কর্মীগণ কুষ্ঠ সম্পর্কে জেনে ও প্রাথমিক ভাবে রোগ চিহ্নিত করতে পারলে এ রোগের প্রতিবন্ধিতার হার কমবে ও সামাজিক কুসংস্কার অনেকাংশে দূরীভূত হবে।

অচিরেই কুণ্ঠজনিত সামাজিক সমস্যা দূর হবে ও রোগাক্রান্ত মানুষেরা পূর্ণ মানবিক মর্যাদা নিয়ে সমাজে বসবাস করতে সক্ষম হবে বলে মত প্রকাশ করেন অনুষ্ঠানের বক্তারা ।

অনুষ্ঠান শেষে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জন প্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি ১২ জন কুষ্ঠ আক্রান্ত ব্যক্তিকে ছাগল ও সেলাইমেশিন এবং কুষ্ঠ আক্রান্ত ব্যাক্তিদের নিয়ে গঠিত ফেডারেশনে ২০ হাজার করে ২ জনকে চেক প্রদান করা হয়।

এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন সালোম, মেহেরপুর এবং ‘দি লিপ্রসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ’।

ক্যানসারে আক্রান্ত ‘কেজিএফ’ তারকা

তার নাম হরিশ রায়। তবে তাকে ‘কেজিএফ’ এর কাসিম নামেই বেশি চেন সিনেপ্রেমীরা। ভারতের তুমুল জনপ্রিয় সিনেমায় কাসিম চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের হৃদয় জিতেছিলেন হরিশ রায়। আর সেই হরিস রায় ক্যানসারে আক্রান্ত এখন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা নিজেই দুঃসংবাদটি জানিয়েছেন। প্রায় এক বছর আগে গলায় ছোট স্ফীত অংশ বুঝতে পারেন তিনি। সেটিই ধীরে ধীরে বেড়ে ক্যান্সারে রূপ নিয়েছে।

‘কেজিএফ’ সিনেমার শুটিংয়ের সময় প্রায়ই শ্বাসকষ্টে ভুগতেন হরিশ। এরপর টেস্ট করানোর পর তিনি বুঝতে পারেন, দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হতে চলেছেন তিনি। দ্রুত চিকিৎসা করাতে হবে তাকে। কিন্তু সুচিকিৎসা করানোর মতো অর্থ ছিল না তার।

সে কথা জানিয়ে সাক্ষাৎকারে হরিশ রায় বলেন, ‘আমার বাচ্চারা খুবই

ছোট এবং গলায় অস্ত্রোপচার করাতে ভয় পেয়েছিলাম। তাই ‘কেজিএফ’ সিনেমাটা শেষ করতে চেয়েছিলাম। এরপর অনেক খ্যাতি পেয়েছি এবং ঝুঁকিটা নিয়েছি। কিন্তু ততো দিনে ক্যানসার আমার ফুসফুসে ছড়িয়ে পড়ে। আমার ফুসফুসে পানি জমতে থাকে। কিন্তু ততদিনে ক্যানসার গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তার শরীরে।

হরিশ বলেন, এক বন্ধুর পরামর্শে বেঙ্গালুরুর কিডওয়াই ক্যানসার ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা শুরু করি। কিন্তু ততদিনে দেরি হয়ে গেছে অনেক। অবস্থার কোনো উন্নতি হচ্ছিল না তার। চিকিৎসক জানিয়েছেন, ক্যানসারের চতুর্থ ধাপে রয়েছি।

নতুন করে চিকিৎসা শুরু করেছেন বলেন জানান ‘কেজিএফ’ খ্যাত অভিনেতা। তার অসুখের খবরে একজন তারকা অভিনেতা তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। শুধু তাই নয়, কন্নড় সিনেমার অনেক অভিনেতা ও নির্মাতা তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে জানান হরিশ।

মির্জা ফখরুল ও তাঁর স্ত্রী করোনা আক্রান্ত

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও তাঁর স্ত্রী রাহাত আরা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার (১১ জানুয়ারি) বিএনপির চেয়ারপারসনের মিডিয়া উইং সদস্য শায়রুল কবির খান গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

শায়রুল কবির খান বলেন, আজ মঙ্গলবার মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর করোনায় আক্রান্ত হন। আগের দিন সোমবার তার স্ত্রী রাহাত আরা আক্রান্ত হন। চিকিৎসকের পরামর্শে তারা দুই জন বাসাতেই রয়েছেন বলেন শায়রুল কবির খান।

মেহেরপুরে নতুন ৯ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে প্রাণঘাতী করোনো ভাইরাসে আরো ৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা রোগী দাঁড়াল ৫৩ জনে।
গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান, ফলাফল এসেছে ২৯টি। এর মধ্যে নতুন করে ৯ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে।
আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলার ৪ জন ও ৩ জন গাংনীর, মুজিবনগরের ১ জন এবং চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার ১ জন বাসিন্দা। এ এ সকল রিপোর্ট কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয় ।
এ নিয়ে জেলায় প্রাপ্ত রির্পোট ৬ হাজার ২৫৩টি। মোট আক্রান্ত ৮৫২ জন এবং মৃত্যুবরণ করেছে ১৭ জন, সুস্থ ৭২১জন, ট্রান্সফার্ড ৬২ জন। ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয় মেহেরপুর টিএন্ডটি পাড়ার তহুড়া খাতুন(৬৫), তাঁর ছেলে মফিজুর রহমান (৪২), আমঝুপির মর্জিনা খাতুন(৬০),বারাদির আমেনা খাতুন(৬০),গাংনীর ফজলুল হক(৫২), কাজিপুরের রাজু আহমেদ(৩০),বাঁশবাড়িয়ার মাহাফুজা (২৪), মুজিবনগর রামনগরের নজরুল ইসলাম(৭০) এবঙ দামুড়হুদার কামাল হোসেন (৪৮)।

সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মেনে নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস বজায় রাখাসহ মাস্ক ব্যাবহার, জন সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন।

দেশে করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের বহনে প্রস্তুত বিমান বাহিনীর বিশেষ হেলিকপ্টার

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী করোনাভাইরাস প্রতিরোধকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত

নীতিমালা অনুসরন করে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক ‘In Aid to Civil Power’ এর আওতায় করোনাভাইরাস প্রতিরোধকল্পে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী জরুরী বিমান পরিবহন এবং মেডিক্যাল ইভাকোয়েশন (MEDEVAC) সহায়তা প্রদান করে আসছে।

এরই ধারাবাহিকতায়, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চীফ মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত, বিবিপি, ওএসপি, এনডিইউ, পিএসসি এর দিক নির্দেশনায় বিমান বাহিনীর একটি এডব্লিউ-১৩৯ মডেলের হেলিকপ্টারের অর্গানিক স্ট্রেচারকে বিশেষভাবে রুপান্তর করে করোনা রোগীকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পদক্ষেপ হাতে নেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, স্ট্রেচারটিতে একটি কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে যা প্লাষ্টিক দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত থাকবে। এই আচ্ছাদনের ভিতরে অক্সিজেন মাস্ক এর মাধ্যমে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধা থাকবে। এই প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থাটি এমনভাবে সম্পাদন করা হবে যাতে আক্রান্ত ব্যক্তি সর্বাবস্থায় সুরক্ষিত থাকে এবং একই সাথে স্থানান্তর কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ হতে সুরক্ষিত থাকে। এই নীতির অনুসরনে বিমান বাহিনী একটি অনুশীলন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। সূত্র- বিমান বাহিনী ফেসবুক পেজ

এরই ধারাবাহিকতায়, বিমান বাহিনীর অন্যান্য হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমানগুলোতে এধরনের সুবিধা সংযোজনের বিষয়টি চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, সড়কপথে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবহনের জন্যও এরূপ বিশেষায়িত স্ট্রেচার (Cubicle Stretcher) ব্যবহার করা যেতে পারে। উড্ডয়ন নিরাপত্তা ও জীবন রক্ষার চেতনার সমন্বয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী করোনা মোকাবেলায় সদা প্রস্তুত।

আক্রান্ত স্বামীর পাশে থেকেও

[redacted]!

[redacted]

[redacted]

[redacted]